কালের কণ্ঠ

তারিখ . . 14 . JUL . 2016 . . .
পৃষ্ঠা . . . . . কলাম . . . .

মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম দুলাল ▷

সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি নিয়ে ভাবনা

অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবালের সৃজনশীল পদ্ধতি নিয়ে কিছু কথা ও একই সঙ্গে 'হাইকোর্টের যুগান্তকারী রায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হোক' শীর্ষক সম্পাদকীয়টি পাঠ করে যে অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে, তা প্রকাশ করা জরুরি বিবেচনা করছি। গত ৩ মে শুক্রবার কালের কণ্ঠে রচনা দুটি প্রকাশিত হয়েছে।

লেখা দুটির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। নিবন্ধকার স্কুলের শিক্ষকদের সম্পর্কে যে অভিযোগ করেছেন, এর সঙ্গে কালের কণ্ঠ'র সম্পাদকীয়কে মূল্যায়ন করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে লেখক যথার্থই মন্তব্য করেছেন। লেখকের বোনের মেয়ে যে স্কুলে পড়ে সেই স্কুলের ধর্মশিক্ষক সৃজনশীল প্রশ্ন রচনা নিয়ে বেকায়দায় কেন পড়েছেন—সে প্রশ্নের জবাবটা পেতে হলে আমাদের কিছুটা পেছনে তাকানো প্রয়োজন। ওই শিক্ষকের নিয়োগপ্রক্রিয়াটি কী রকম ছিল? তিনি কি কোনো রাজনৈতিক দলের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে নিয়োগ লাভ করেছেন, নাকি সেলামির বিনিময়ে নিয়োগ পেয়েছেন? হুজুর কি কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জন করেছেন, নাকি মফস্বলের কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর হয়েছেন? ওই ধর্মীয় শিক্ষকের কথা না হয় বাদই দিলাম। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যেসব কলেজে স্নাতক বা স্নাতক সম্মান শ্রেণি খোলা হয়েছে ও হচ্ছে, সে রকম অনেক প্রতিষ্ঠানে ক্লাসের কোনো বালাই নেই। বছরে একবার পরীক্ষাকেন্দ্রে হাজির হয়ে পরীক্ষা দিলেই চলে। গাইড, নোট আর প্রাইভেট পড়ানোই প্রধান কাজ এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা যখন কোনো রকম একটি সার্টিফিকেট জোগাড় করে শিক্ষকতার মহান পেশায় নিয়োগ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করছেন, সে ক্ষেত্রে তাঁদের যোগ্যতার কথা একটু ভেবে দেখা প্রয়োজন। সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়নে গাইড বই থেকে প্রশ্ন তুলে দেওয়া ছাড়া কি তাঁদের পক্ষে আর কোনো উপায় আছে?

হাইকোর্টের যুগান্তকারী রায় আরো বেশি কার্যকর করার জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের আত্মবিধ্বংসী রাজনৈতিক চরিত্র পরিহার করা। রাজনৈতিক কারণে নেওয়া আগেকার গভর্নিং বডি গঠনের সিদ্ধান্ত আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে যে কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। কিছু দেশপ্রেমিক শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি যে তাঁদের মধ্যে নেই সে কথা অস্বীকার করছি না। কিন্তু এমপি সাহেব গভর্নিং বডির সভাপতি, এটা মেনে নেওয়া গেলেও এমপি সাহেবদের মনোনীত ব্যক্তিরা যেখানে-যেখানে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সেখানকার যে কী হাল তা ভুক্তভোগী মাত্রই বোঝেন। শুধু শিক্ষক নিয়োগই নয়, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, সুপার, সহকারী সুপার, এমনকি অফিস সহকারী, পিয়ন, আয়া, নাইট গার্ড পর্যন্ত এমন অযোগ্য লোকজন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় জেঁকে বসেছে যে এ জঞ্জাল সরানোর নয়।

সৃজনশীল পদ্ধতিটিকে একজন শিক্ষক হিসেবে সাধুবাদ জানাই। কিন্তু মুহম্মদ জাফর ইকবাল যে বিষয়টির নেতিবাচক ভূমিকাকে এড়িয়ে গেছেন, সেটি হচ্ছে বহু নির্বাচনী প্রশ্নধারা। এটি আমাদের শিক্ষার্থীদের পঙ্গু করে দিচ্ছে। ৩৫ কি ৪০টি প্রশ্নের উত্তর করা গেলেই একজন শিক্ষার্থী ভালো জিপিএ অর্জন করতে পারে। মুখস্থনির্ভর এ প্রশ্ন পদ্ধতি অবশ্যই এ পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দিতে হবে। এক-দুই কথায় উত্তর দান করার মতো একটি প্রশ্নপত্র পদ্ধতির কথা শিক্ষাবিদরা ভাবছেন। এটি মন্দের ভালো বলেই মনে করা যায়।

আমাদের শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা উৎসাহ বোধ করছি। শিক্ষা নিয়ে ভাবনা, শিক্ষা নিয়ে বেশি বেশি সভা-সমিতি, সেমিনারের আয়োজন করা গেলে, তৃণমূল পর্যায়ের শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করা গেলে, আমরা আশা করি, তাঁর নেতৃত্বে শিক্ষাক্ষেত্রে একটি আমূল পরিবর্তন আনতে সক্ষম হব।

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ, পৌর মহিলা মহাবিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ

সৃজনশীল পদ্ধতিটিকে একজন শিক্ষক হিসেবে সাধুবাদ জানাই। কিন্তু মুহম্মদ জাফর ইকবাল যে বিষয়টির নেতিবাচক ভূমিকাকে এড়িয়ে গেছেন, সেটি হচ্ছে বহু নির্বাচনী প্রশ্নধারা। এটি আমাদের শিক্ষার্থীদের পঙ্গু করে দিচ্ছে। ৩৫ কি ৪০টি প্রশ্নের উত্তর করা গেলেই একজন শিক্ষার্থী ভালো জিপিএ অর্জন করতে পারে। মুখস্থনির্ভর এ প্রশ্ন পদ্ধতি অবশ্যই এ পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দিতে হবে